Vol.-1
2021-2022

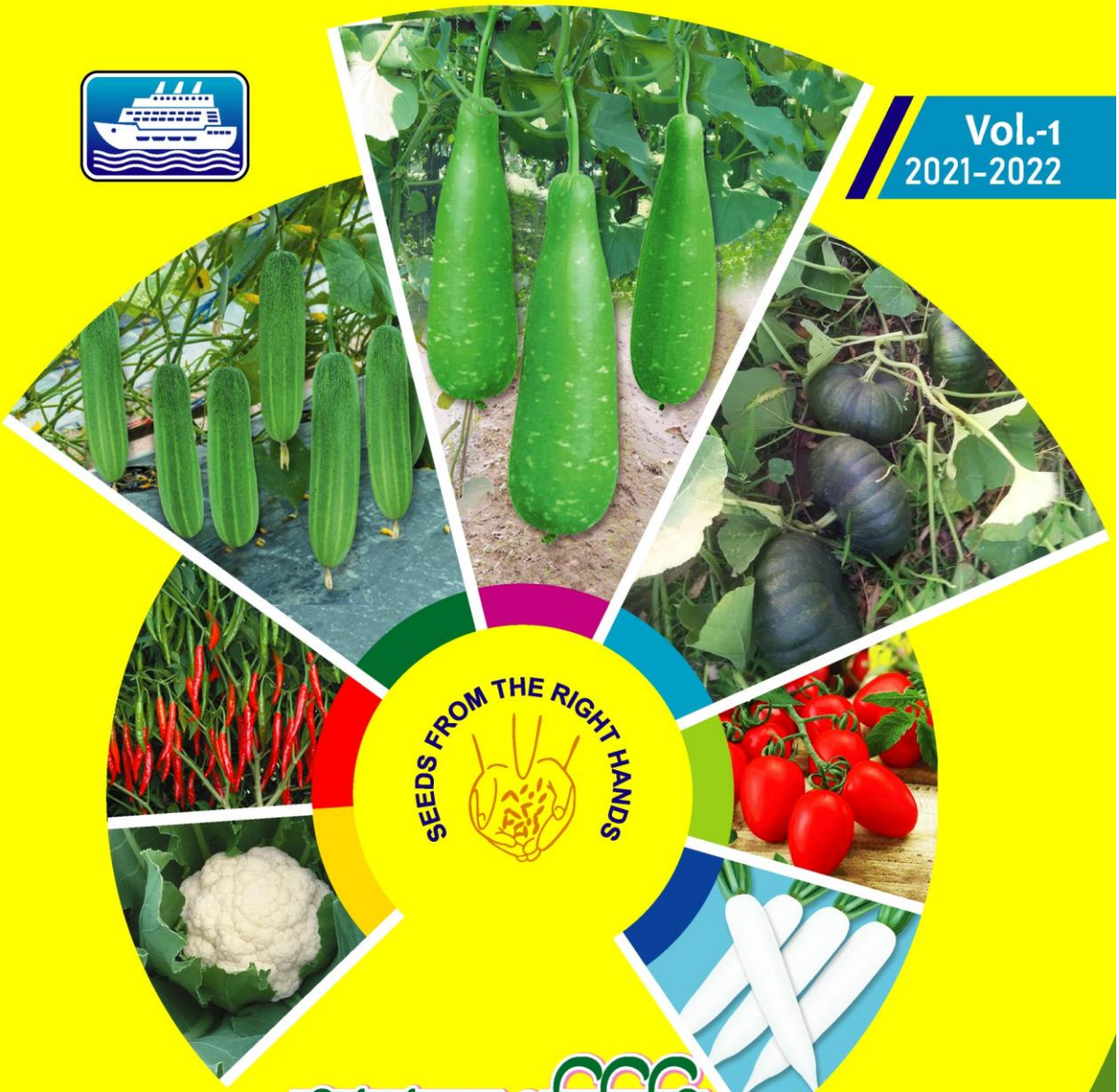

আমাদের পরিচিতি

RAFIQUE SEEDS

রফিক সীডস্

Committed to Growers

রফিক সীডস্ -এর
গবেষণা ও উন্নয়ন খামার

সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরীখে রফিক সীডস্ এর পক্ষ থেকে
সাধারণ কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে চারা বিতরণ।

গ্রীণ ভ্যালী নার্সারি

রফিক সীডস্-এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

এখানে উন্নতমানের হাইব্রিড সব্জি, ফুল, ফল ও বনজ উদ্ভিদের চারা পাওয়া যায়।

গ্রীণ ভ্যালী নার্সারি

প্রাণনগর (২৬ মাইল), বীরগঞ্জ, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৪০৬-১৫০৪৯২

এক নজরে

রফিক সীডস্-এর

আঞ্চলিক বিপণন পরিচিতি

অঞ্চল	এলাকা	যোগাযোগ
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় এবং নীলফামারী	০১৪০৬-১৫০৪৮৪
দিনাজপুর	দিনাজপুর	০১৪০৭-০৯৬৯৭৪
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, নেত্রকোনা এবং গাজীপুর	০১৪০৬-১৫০৪৮৬
রংপুর	রংপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট এবং কুড়িগ্রাম	০১৪০৬-১৫০৪৮৫
বগুড়া	বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জ (অংশ বিশেষ)	০১৪০৬-১৫০৪৮৩
পাবনা	পাবনা, রাজশাহী, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ (অংশ বিশেষ)	০১৪০৭-০৯৬৯৭২
যশোর	যশোর, খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট এবং ঝিনাইদহ (অংশ বিশেষ)	০১৪০৬-১৫০৪৮৯ ০১৪০৬-১৫০৪৯১
কুমিল্লা	কুমিল্লা	০১৪০৭-০৯৬৯৭১
লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী	০১৪০৭-০৯৬৯৭৩
চট্টগ্রাম	বৃহত্তর চট্টগ্রাম	০১৪০৭-০৯৬৯৭৫

হেল্পলাইন ঃ ০১৪০৬-১৫০৪৮৯

RAFIQUE SEEDS

আমদানীকারক ও বাজারজাতকারী ঃ

রফিক সীডস্

RAFIQUE SEEDS

কর্পোরেট অফিস ঃ

পূর্ব হাজীপাড়া (স্টেডিয়াম সংলগ্ন), দিনাজপুর রোড
ঠাকুরগাঁও, বাংলাদেশ।

+৮৮-০১৭১৬-৪৯১৮৪৯, ০১৮৪৮-০৪৫৬৯৮

+৮৮-০৫৬১-৫২৫১৯

rafiqueseedsbd@gmail.com

www.rafiqueseeds.com

চোখ মেলে দেখা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এখনো এ দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। বর্তমান বাংলাদেশে সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে এবং পেশা হিসেবে কৃষি জীবিকা নির্বাহের স্তর থেকে বাণিজ্যিক স্তরে পৌছে গেছে। বাংলাদেশের কৃষির এই আমুল পরিবর্তনে কৃষি সংশ্লিষ্ট সবার অবদান অনস্বীকার্য। বাংলার আপামর কৃষক, কৃষিবিজ্ঞানী, সরকারী ও বেসরকারী সম্প্রসারণ কর্মী,সংশ্লিষ্ট এনজিও এবং ব্যবসায়ী যাদের অবদানে আমাদের কৃষি আজ শক্ত ভীতের উপর অধিষ্ঠিত। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্যমতে, দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে- পাট উৎপাদনে ২য়, সবজি উৎপাদনে ৩য়, ধান উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ, চা উৎপাদনে ৪র্থ, আলু উৎপাদনে ৮ম, আম ও পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম স্থান অর্জন করেছে। এ উৎপাদনের পেছনে উন্নত এবং মানসম্পন্ন বীজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বীজ হলো কৃষির উন্নয়নে প্রধান ও মুখ্য উপকরণ। আমাদের দেশের বীজ শিল্পের বহুল প্রচলিত স্লোগান হচ্ছে, "ভালো বীজ ভালো ফসল"। ভালো বীজ মানে উন্নতমানের বীজ; মানসম্পন্নবীজ। বীজ ভালো না হলে অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার ফলপ্রসূ হয় না, কখনও কখনও একেবারেই অপচয় হয়। এটা পরীক্ষিত যে, উন্নত এবং মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারে শতকরা ২০-২৫% ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। অথচ একটি ফসল উৎপাদনের মোট খরচের মাত্র ৫-৭% বীজের খরচ। সুতরাং মানসম্পন্ন বীজকে কেন্দ্র বিন্দু ধরেই স্থিতিশীল খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় রফিক সীডস্ সুচনালগ্ন হতে অদ্যবধি উন্নত ও গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করে আসছে। প্রকৃত পক্ষে রফিক সীডস্ একটি আধুনিকমানের কৃষি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি সর্বোৎকৃষ্ট মানের সেবায় বৈচিত্র আনার লক্ষ্যে উন্নত ও গুণগত মানসম্পন্ন বীজের পাশাপাশি অন্যান্য কৃষি উপকরণ যোগানদান করে আসছে। বিক্রয়োত্তর সেবা যেমনঃ জৈব-অজৈব ফসল ব্যবস্থাপনা, অর্গানিক ফার্মিং, রোগ বালাই দমন এবং উত্তোলিত ফসল বাজারজাতকরণে সহযোগীতা রফিক সীডস্‌কে করেছে অনন্য ও অন্যতম।

বর্ধিত জনসংখ্যার স্থিতিশীল নিরাপদ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট বর্তমান সময়ে কৃষির মূল চ্যালেঞ্জ।

ফসল উৎপাদন করতে একজন কৃষকের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয় জাতনির্বাচনে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ফসল চাষাবাদে কৃষক প্রতিনিয়ত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এ জন্য প্রয়োজন পরিবর্তিত জলবায়ু সহিষ্ণু ফসলের জাত। এ কথা মাথায় রেখে রফিক সীডস্ গড়ে তুলেছে একটি আধুনিক মানের বীজ গবেষণাগার ও খামার। যেখানে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল জলবায়ুতে টিকে থাকতে সক্ষম এবং রোগ বালাই সহনশীল ফসলের জাত নির্বাচনের কাজ চলছে। স্বল্পমূল্যে উন্নত ও গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদনে কৃষক তথা দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতায় আমাদের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

রফিক সীডস্ বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন (BSA) এবং এশিয়া এ্যান্ড প্যাসিফিক সীড এসোসিয়েশন (APSA) এর গর্বিত সদস্য; এছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল সীড ফেডারেশন (ISF) এর সদস্য পদ প্রক্রিয়াধীন। আমরা বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল সীড টেস্টিং এসোসিয়েশন (ISTA) ঘোষিত মানদন্ড অনুসরণ করে থাকি।

আমরা বিশ্বাস করি, আপনাদের সরকারি ও বেসরকারি সকল পর্যায়ের সহযোগিতায় স্বল্পমূল্যে উন্নত ও গুণগত মানসম্পন্ন বীজ কৃষকের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিয়ে কৃষকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করে বাংলাদেশকে কৃষিসমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের অগ্রযাত্রায় আপনাদের অংশ গ্রহন একান্ত কাম্য।

এই চলমান প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের জন্য রফিক সীডস্ সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছে কৃতজ্ঞ।

মোঃ রফিকুল ইসলাম
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ফসল ও জাত সমূহের ক্রমবিণ্যাস

নং	ফসল	জাত সমূহ	পৃষ্ঠা
০১	শসা	প্যারাডাইস, সানরাইজ, মাদারগঞ্জ-১, মাদারগঞ্জ প্লাস, টপার গ্রীন আশা-৩, বিগ বস, আর.এস-৭৭৭ ও মধুমতি	৩-৭
০২	করলা	মহারাজ প্লাস, টপার ও ওমর-১	৮-৯
০৩	লাউ	পপুলার, ম্যাডোনা ও পপুলার গ্রীণ	১০-১১
০৪	চিচিঙ্গা	গ্যালাক্সী ও উইনার	১২
০৫	ঝিঙ্গা	গ্রীণ ডায়মন্ড, ঠাকুর ও গ্রীণ শর্ট	১৩
০৬	ধুন্দল	মুনলাইট	১৪
০৭	চালকুমড়া	হ্যাপি	১৪-১৫
০৮	মিষ্টি কুমড়া	অনিক-১, অনিক-২, চন্দ্রমূখী	১৬-১৭
০৯	তরমুজ	রেড ড্রাগন, সুপার গ্রেট-১ ও ব্লাক সুগার	১৮-১৯
১০	টমেটো	রাজকুমার, রেড কিং, বেঙ্গল প্রাইড, আর.এস-৭৭০ ও রাজাবাবু (RS)	২০-২২
১১	মরিচ	লঙ্কাগ্রীণ, শক্তি, ময়না ও পাওয়ার	২৩-২৫
১২	বেগুন	সুপার কিং ও আর.এস-২৯৫	২৬
১৩	ঢেঁড়শ	জয়িতা প্লাস ও জয়িতা	২৭
১৪	ফুলকপি	টপ হিরো, আর্লী স্পেশাল ও মিড এক্সিলেন্ট	২৮
১৫	বাঁধাকপি	ট্রপিক্যাল হিরো ও সানমুন	২৯-৩০
১৬	মূলা	ক্রস-৩৫, টপ-৩৫ ও আর্লী-৩৫	৩১-৩২
১৭	বরবটি	লং গ্রীণ, বিউটি গ্রীন	৩৩-৩৪
১৮	**হাইব্রিড জাতের অন্যান্য ফসল সমূহ ঃ** ব্রোকলি, ওলকপি, গাজর, পেঁপে, স্কোয়াশ ও ক্যাপসিকাম		৩৫
১৯	**উচ্চফলনশীল ফসল সমূহ ঃ** শিম, বরবটি, পুঁইশাক, লালশাক, ডাঁটা, কলমীশাক, পালংশাক নওগাঁ ক্ষিরা, করলা, মিষ্টিকুমড়া, মূলা, শসা, পিঁয়াজ, ক্ষেতলাউ, বোম্বাই মরিচ ও চায়না বরবটি		৩৫-৩৬

F1 হাইব্রিড শসা ঃ প্যারাডাইস

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাস ব্যতীত সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** মাঝারি আকৃতির, অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৩০-৩৫ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** ৪.৫-৫ ইঞ্চি।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ২০০-২৫০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় হালকা সবুজ।
- **ফলন ঃ** ২৫-২৭ টন (একর প্রতি)।
- বাজারে প্রচলিত অন্যান্য জাতের চেয়ে আগাম, প্রতি গিঁটে গিঁটে ফল ধরে, গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড শসা ঃ সানরাইজ

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৩৫-৩৮ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** ৫.৫-৬ ইঞ্চি।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ২৩০-২৮০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় সবুজ।
- **ফলন ঃ** ২৬-২৮ টন (একর প্রতি)।
- আগাম, প্রতি গিঁটে গিঁটে ফল ধরে। গাছ ভাইরাস, ডাউনি মিলডিউ, পাউডারি মিলডিউ সহ বীজ বাহিত যেকোনো রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড শসা ঃ মাদারগঞ্জ-১

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী মাস।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক বর্ধনশীল, বেশী শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গাছ।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৩৫-৪০ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বা (৮-১০ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ৩০০-৩৫০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় সবুজ।
- **ফলন ঃ** ২৯-৩১ টন (একর প্রতি)।
- গাছ দীর্ঘ দিন ধরে ফল দেয় এবং মোজাইক ভাইরাস, ডাউনি মিলডিউ, পাউডারি মিলডিউ সহ যেকোনো বীজ বাহিত রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড শসা ঃ মাদারগঞ্জ প্লাস

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী মাস।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক বর্ধনশীল, বেশী শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গাছ।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৩৫-৪০ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বা (৮-১০ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ৩০০-৩৫০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় সবুজ।
- **ফলন ঃ** ২৮-৩০ টন (একর প্রতি)।
- এই জাতটি প্রচুর পরিমানে ও দীর্ঘদিন পর্যন্ত ফলন দিয়ে থাকে, প্রতিটি ফল প্রায় সমআকৃতির। গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

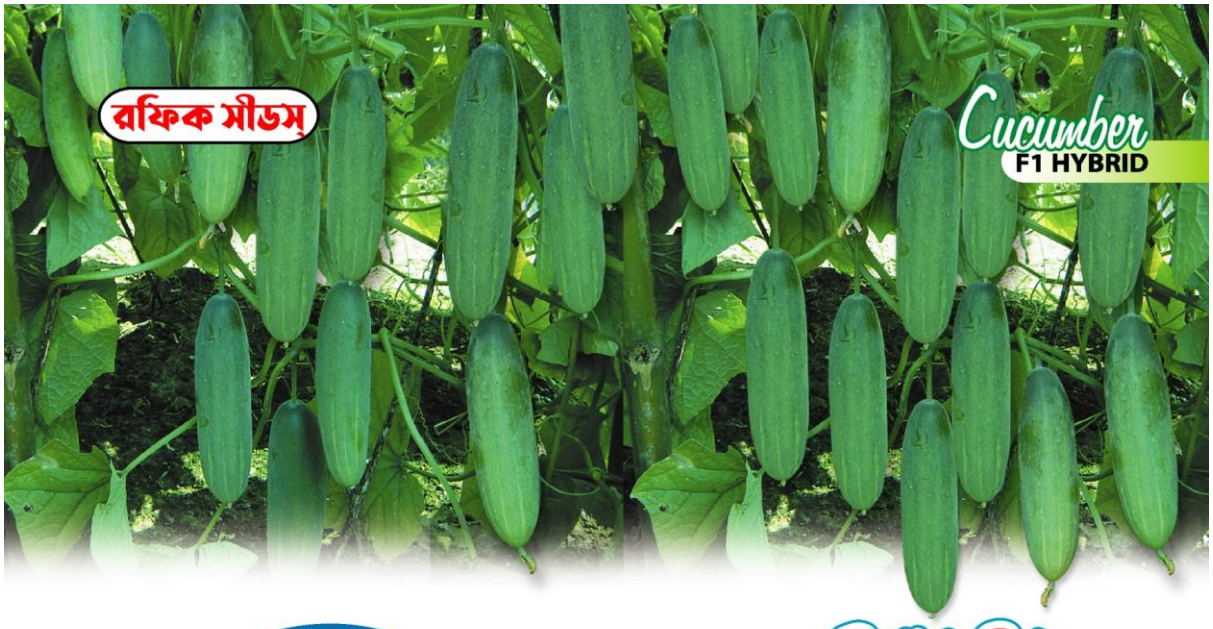

F1 হাইব্রিড শসা ঃ টপার গ্রীন

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর মাস।
- **গাছের ধরণ ঃ** তুলনামূলক কম শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গাছ।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৩২-৩৭ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** মাঝারি লম্বা (৬-৮ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ২৫০-৩০০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় সবুজ।
- **ফলন ঃ** ২৮-৩০ টন (একর প্রতি)।
- ঠান্ডা ও গরম সহনশীল জাত। গাছ দীর্ঘদিন ফলন দেয়। প্রতিটি ফল প্রায় সম-আকৃতির। গাছ ভাইরাস, ডাউনি মিলডিউ, পাউডারি মিলডিউ সহ অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড শসা ঃ আশা-৩

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী মাস।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৩৫-৪০ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** মাঝারি লম্বা (৬-৭ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ২০০-২৫০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় সবুজ।
- **ফলন ঃ** ২৬-২৮ টন (একর প্রতি)।
- শীতকালে চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী জাত। প্রতি গিঁটে গিঁটে ফল ধরে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত ফলন দেয় এবং প্রতিটি ফল প্রায় সমআকৃতির। গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

শসার বিশেষ জাতসমূহ

রফিক সীডস্

বিগ বস

F1 হাইব্রিড শসা ঃ

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর।
- **গাছের ধরণ ঃ** সতেজ, দ্রুত বর্ধনশীল, দ্রুত স্ত্রী ফুল উৎপাদন সক্ষম।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪৫-৫০ দিন। ● **ফলের রং ঃ** গাঢ় সবুজ।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বা (১২-১৪ ইঞ্চি)। ● **ফলের গড় ওজন ঃ** ১-১.৪ কেজি।
- **ফলন ঃ** ২৮-৩০ টন (একর প্রতি)। ● দীর্ঘদিন ধরে ফলন দেয়।
- ফল হলুদ হয়না। ভাইরাস, পাউডারি ও ডাউনি মিলডিউ এবং বীজবাহিত রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড শসা ঃ আর.এস-৭৭৭

(স্বাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী)

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর। ● **গাছের ধরণ ঃ** দ্রুত এবং অধিক বর্ধনশীল।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৫০-৫৫ দিন। ● **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় হালকা সবুজ।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বা (৮-১০ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ৪০০-৫০০ গ্রাম।
- **ফলন ঃ** ২৪-২৬ টন (একর প্রতি)।
- এই ফল খেতে খুবই সুস্বাদু। রং দেশী শসারমত আকর্ষণীয়।
- জাতটির বিশেষত্ব হচ্ছে এর আকর্ষণীয় ফ্লেভার।

F1 হাইব্রিড খিরা ঃ মধুমতি

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর।
- **গাছের ধরণ ঃ** ছোট প্রকৃতির ঝোপালো গাছ।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪০-৪৫ দিন। ● **ফলের রং ঃ** হালকা সবুজ।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বা (৪-৫ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ১৫০-২০০ গ্রাম। ● **ফলন ঃ** ২০-২৫ টন (একর প্রতি)।
- ফল দ্রুত অধিক ফল উৎপাদনের সক্ষম গাছ। খেতে অত্যন্ত সু-স্বাদু
- প্রতিটি ফল প্রায় সম-আকার-আকৃতির। গাছ দীর্ঘদিন ফলন দেয়।

শসার চাষ প্রণালী ও সার প্রয়োগের নিয়মাবলী

সময় ঃ তীব্র শীত ব্যতীত সারাবছর।

মাটি ঃ সারাদিন রোদ পায় এবং সুনিষ্কাশিত উর্বর দো-আঁশ মাটি শসা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

বীজের পরিমাণ ঃ ৩ গ্রাম প্রতি শতকে।

জমি তৈরী ঃ জমি ভালভাবে চাষ এবং মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরী করতে হবে। জমি তৈরীর ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন বৃষ্টি বা সেচের পানি কোথাও জমে না থাকে এমনভাবে নালা তৈরী করতে হবে। এরপর ৩.৫ ফুট চওড়া ও উপযুক্ত দৈর্ঘ্যের বেড় তৈরী করতে হবে। প্রতিটি বেডে ৩ ফুট দূরে দূরে ১ ফুট চওড়া মাদা তৈরী করতে হবে।

বীজ বপণ/চারা রোপণ ও পরিচর্যা ঃ ট্রে কিংবা পলিব্যাগে উৎপাদিত চারা ও রোপণ করা যায়। সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে প্রতিটি মাদায় ১ টি বীজ বপণ করা উচিত। ট্রে/পলিব্যাগের চারা রোপণের ক্ষেত্রে ১০-১৫ দিন বয়সের চারা প্রতিটি মাদায় ১টি করে রোপণ করতে হবে।

বাউনি বা মাচা ঃ চারা বড় হওয়া শুরু করলে তারের নেট বা সুতা এবং বাঁশের সাহায্যে বাউনি বা মাচা তৈরী করতে হবে।

সেচ ঃ শসা গাছ খরা বা অতিরিক্ত পানি কোনোটাই সহ্য করতে পারে না। তাই, প্রয়োজন অনুসারে সঠিকমাত্রায় পানি সেচ দিতে হবে।

আন্তঃ পরিচর্যা ঃ শসা চাষের ক্ষেত্রে জমি সবসময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে গেলে জলাবদ্ধ পানি নিষ্কাশন করতে হবে। জমির মাটি অধিক শক্ত হয়ে গেলে মাঝে মধ্যে আঁচড়া দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ নিম্ন লিখিত ছকের মাধ্যমে শতক প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়ের বিবরণ দেয়া হলো।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ (প্রতি শতাংশ জমির জন্য)					
সার	মোট সার	জমি তৈরীর সময়	শেষ চাষের সময়	১ম উপরি প্রয়োগ (১৫-২০ দিন পর)	২য় উপরি প্রয়োগ (৪০-৪৫ দিন পর)
পঁচা গোবর জৈব সার	৫০ কেজি	৫০ কেজি	--	--	--
ইউরিয়া	৫০০ গ্রাম	--	১০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
টি এস পি	৮০০ গ্রাম	--	৮০০ গ্রাম	--	--
এম ও পি	৬০০ গ্রাম	--	৩০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	--	--	--
জিংক/দস্তাসার	৫০ গ্রাম	--	৫০ গ্রাম	--	--
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	--	৪০ গ্রাম	--	--

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

ক) যেকোনো সার প্রয়োগের কমপক্ষে ৩-৫ দিন পরে বীজ বপন বা চারা রোপন করতে হবে।

খ) প্রতিবার সারের উপরি প্রয়োগের পর জমির শুষ্কতার উপর নির্ভর করে অবশ্যই প্রয়োজন অনুসারে জমিতে পানি সেচ দিতে হবে।

গ) গাছের অবস্থা বুঝে দরকার হলে এক/দুইবার উপরি প্রয়োগের সমপরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সর্তকতা : হাইব্রিড শসা চাষ করে সেখান থেকে কোনক্রমেই পরবর্তীতে বীজ রাখা যাবে না।

F1 হাইব্রিড করলা ঃ মহারাজ প্লাস

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** তীব্র শীত ব্যতীত সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪০-৪৫ দিন। ● **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় সবুজ রঙের।
- **ফলের আকার ঃ** মাঝারি লম্বা গোলাকৃতির (৩-৪ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ৬০-৮০ গ্রাম। ● **ফলন ঃ** ১০-১২ টন (একর প্রতি)।
- প্রতি গিঁটে গিঁটে ফল ধরে, ফলের কাঁটা রাবারের মত হওয়ায় দূর পরিবহনে কাঁটা ভেঙ্গে যায় না। গাছ দীর্ঘ দিন ফল দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ফলের আকার আকৃতি একই রকম থাকে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় গাছ টিকে থাকতে পারে এবং ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড করলা ঃ টপার

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** তীব্র শীত ব্যতীত সারা বছরচাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বাকৃতির (৮-১০ ইঞ্চি)।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪৫-৫০ দিন। ● **ফলের গড় ওজন ঃ** ৩৫০-৪২০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** গাঢ় সবুজ রঙের। ● **ফলন ঃ** ১২-১৪ টন (একর প্রতি)।
- প্রতি গিঁটে গিঁটে ফল ধরে, ফলের কাঁটা শক্ত, দূর পরিবহনে কাঁটা ভেঙ্গে যায় না। গাছ দীর্ঘ দিন ফল দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ফলের আকার-আকৃতি একই রকম থাকে। গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড করলা ঃ ওমর-১

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** তীব্র শীত ব্যতীত সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বাকৃতির (৬-৮ ইঞ্চি)।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪৫-৫০ দিন। ● **ফলের গড় ওজন ঃ** ২০০-২৫০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** উজ্জল সবুজ রঙের। ● **ফলন ঃ** ৯-১১ টন (একর প্রতি)।
- প্রতি গিঁটে গিঁটে ফল ধরে, ফলের কাঁটা শক্ত, দূর পরিবহনে কাঁটা ভেঙ্গে যায় না। গাছ দীর্ঘ দিন ফল দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ফলের আকার আকৃতি একই রকম থাকে। গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

করলা চাষ প্রণালী ও সার প্রয়োগের নিয়মাবলী

সময় ঃ তীব্র শীত ব্যতীত সারাবছর চাষ উপযোগী।

মাটি ঃ সারাদিন রোদ পায় এবং সুনিষ্কাশিত উর্বর দো-আঁশ মাটি করলা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

বীজের পরিমাণ ঃ ৮-১০ গ্রাম প্রতি শতকে।

জমি তৈরী ঃ করলা গাছের শিকড় প্রায় ৫ ফুট পর্যন্ত দূরে বিস্তার লাভ করতে পারে। তাই জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দেয়ার পর প্রায় ৬-৭ ফুট চওড়া এবং ৪-৬ ইঞ্চি উঁচু বেডের সাথে ১-১.৫ ফুট চওড়া সেচ নালা রাখা উচিত।

চারা রোপন ঃ পলি ব্যাগ বা ট্রেতে চারা তৈরী করে নেয়া ভালো। বীজ গজানোর পর ১৫-২০ দিন বয়সের চারা রোপন করা উত্তম।

চারা রোপনের দূরত্ব ঃ চারা হতে চারা ৪ ফুট এবং সারি হতে সারি ৫ ফুট।

মাচা তৈরী ঃ গাছের সঠিক বৃদ্ধি ও পর্যাপ্ত ফলনের জন্য উপযুক্ত সময়ে মাচার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিচর্যা ঃ বেড সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়া থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট উচ্চতার সকল শোষক শাখা অপসারন করতে হবে।

সেচ ঃ খরার সময় নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। তবে, অতিরিক্ত পানি সেচ অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

পোকামাকড় এবং রোগবালাই ঃ চারা অবস্থায় রেড পামকিন বিটল, থ্রিপস এবং জাবপোকার আক্রমন এবং ফল আসা শুরু হলে ফলে মাছি পোকা এবং ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে ফেরোমন ফাঁদ এবং বিষ টোপ ব্যবহার করতে হবে। অ্যানথ্রাকনোজ বা গাছে পাউডারি বা ডাউনি মিলডিউ এর মত সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে কৃষি বিভাগের কর্মী বা উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে যথাযথ দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ নিম্ন লিখিত ছকের মাধ্যমে শতক প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়ের বিবরণ দেয়া হলো।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ (প্রতি শতাংশ জমির জন্য)

সার	মোট সার	জমি তৈরীর সময়	শেষ চাষের সময়	চারা রোপনের পর উপরি প্রয়োগ (প্রতি মাদায়)		
				১০-১৫ দিন পর	৩০-৩৫ দিন পর	৬০-৬৫ দিন পর
পঁচা গোবর জৈব সার	৭০ কেজি	৭০ কেজি	--	--	--	--
ইউরিয়া	৮০০ গ্রাম	--	১৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
টি এস পি	৭৫০ গ্রাম	--	৭৫০ গ্রাম	--	--	--
এম ও পি	১০০ গ্রাম	--	১০০ গ্রাম	--	--	--
জিপসাম	৩০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	--	--	--	--
জিংক/দস্তাসার	--	--	--	--	--	--
বোরাক্স	--	--	--	--	--	--
ম্যাগনেসিয়াম	--	--	--	--	--	--

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

ক) যেকোনো সার প্রয়োগের কমপক্ষে ৩-৫ দিন পরে বীজ বপন বা চারা রোপন করতে হবে।

খ) প্রতিবার সারের উপরি প্রয়োগের পর জমির শুষ্কতার উপর নির্ভর করে অবশ্যই প্রয়োজন অনুসারে জমিতে পানি সেচ দিতে হবে।

গ) গাছের অবস্থা বুঝে দরকার হলে এক/দুইবার উপরি প্রয়োগের সমপরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সর্তকতা : হাইব্রিড করলা চাষ করে সেখান থেকে কোনক্রমেই পরবর্তীতে বীজ রাখা যাবে না।

F1 হাইব্রিড লাউ ঃ পপুলার

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** দ্রুত বর্ধনশীল ও অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৫০-৫৫ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** আদর্শ বোতল আকৃতির (১৮-২০ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ২.৫-৩ কেজি।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় হালকা সাদা ফোঁটাযুক্ত সবুজ রঙের।
- **ফলন ঃ** ৩০-৩৫ টন (একর প্রতি)।
- প্রতি গিঁটে গিঁটে ফল ধরে এবং শেষ পর্যন্ত ফলের আকার আকৃতি একইরকম থাকে। গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড লাউ ঃ ম্যাডোনা

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** দীর্ঘ সময় ব্যাপী প্রচুর শাখা প্রশাখা ও উৎপাদনে সক্ষম।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৫০-৫৫ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** মাঝারি বোতল আকৃতির (১২-১৪ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ১.৫-২ কেজি।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় হালকা সাদা ফোঁটাযুক্ত সবুজ রঙের।
- **ফলন ঃ** ৩০-৩৫ টন (একর প্রতি)।
- প্রতি গিঁটে গিঁটে ফল ধরে এবং শেষ পর্যন্ত ফলের আকার আকৃতি একইরকম থাকে। গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড লাউ ঃ পপুলার গ্রীণ

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** প্রচুর শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৫০-৫৫ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** মাঝারি বেলনাকৃতির (১২-১৪ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ১.৫-২ কেজি।
- **ফলের রং ঃ** হালকা সবুজ।
- **ফলন ঃ** ৩০-৩৫ টন (একর প্রতি)।
- প্রতিটি শাখায় প্রচুর ফল ধরে এবং শেষ পর্যন্ত ফলের আকার আকৃতি একই রকম থাকে। গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল। গাছ হতে ফল উঠাতে দেরি হলেও ফল কচি থাকে।

লাউয়ের চাষ প্রণালী ও সার প্রয়োগের নিয়মাবলী

সময় ঃ সারাবছর।

মাটি ঃ সারাদিন রোদ পায় এবং সুনিষ্কাশিত উর্বর দো-আঁশ মাটি লাউ চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

বীজের পরিমাণ ঃ ৪-৬ গ্রাম প্রতি শতকে।

জমি তৈরী ঃ লাউয়ের শিকড় প্রায় ৬ ফুট পর্যন্ত দূরে বিস্তার লাভ করতে পারে। তাই জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দেয়ার পর প্রায় ৯ ফুট চওড়া এবং ৪-৬ ইঞ্চি উঁচু বেডের সাথে ১-১.৫ ফুট চওড়া সেচ নালা রাখা উচিত।

চারা রোপন ঃ পলি ব্যাগ বা ট্রেতে চারা তৈরী করে নেয়া ভালো। বীজ গজানোর পর ১৬-১৭ দিন বয়সের চারা রোপন করা উত্তম।

চারা রোপন দূরত্ব ঃ চারা-চারা ৭.৫ ফুট এবং সারি হতে সারি ৭.৫ ফুট।

মাচা তৈরী ঃ লাউ এর গাছ অনেক ভারী হয়। তাই শক্ত মাচা তৈরী করা উচিৎ।

পরিচর্যা ঃ বেড সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়া থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট উচ্চতার সকল শোষক শাখা অপসারন করতে হবে। গাছ মাচায় উঠে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর ডগা কেটে দিতে হবে। এতে দ্রুত এবং বেশি ফুল ফল আসবে। পুনরায় শাখা ডগাগুলো কেটে দিলে আরো ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। ফুল আসলে নিয়মিত হাত পরাগায়ন করা দরকার।

সেচ ঃ লাউ গাছে প্রচুর পানির দরকার হয়। তাই খরার সময় নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। তবে, অতিরিক্ত পানি সেচ অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

পোকামাকড় এবং রোগবালাই ঃ চারা অবস্থায় রেড পামকিন বিটল, থ্রিপস এবং জাবপোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। ফল আসা শুরু হলে ফলে মাছি পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে ফেরোমন ফাঁদ এবং বিষ টোপ ব্যবহার করতে হবে। অ্যানথ্রাকনোজ বা গাছে পাউডারি বা ডাউনি মিলডিউ এর মত সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে কৃষি বিভাগের কর্মী বা উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে যথাযথ দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ নিম্ন লিখিত ছকের মাধ্যমে শতক/মাদা প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়ের বিবরণ দেয়া হলো।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ (প্রতি শতাংশ জমির জন্য)

সার	মোট সার	জমি তৈরীর সময়	শেষ চাষের সময়	চারা রোপনের পর উপরি প্রয়োগ (প্রতি মাদায়)			
				১০-১৫ দিন পর	৩০-৩৫ দিন পর	৫০-৫৫ দিন পর	৭০-৭৫ দিন পর
পঁচা গোবর জৈব সার	৮০ কেজি	২০ কেজি	৬০ কেজি	--	--	--	--
ইউরিয়া	১০০০ গ্রাম	--		২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম
টি এস পি	৮০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	--	--	--
এম ও পি	৬০০ গ্রাম	--	৩০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	--	--
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	--	--	--	--	--
জিংক/দস্তাসার	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	--	--	--	--	--
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	--	--	--	--	--
ম্যাগনেসিয়াম	৫০ গ্রাম	--	৫০ গ্রাম	--	--	--	--

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ক) যেকোনো সার প্রয়োগের কমপক্ষে ৩-৫ দিন পরে বীজ বপন বা চারা রোপন করতে হবে।

খ) প্রতিবার সারের উপরি প্রয়োগের পর জমির শুষ্কতার উপর নির্ভর করে অবশ্যই প্রয়োজন অনুসারে জমিতে পানি সেচ দিতে হবে।

গ) গাছের অবস্থা বুঝে দরকার হলে এক/দুইবার উপরি প্রয়োগের সমপরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সর্তকতা ঃ হাইব্রিড লাউ চাষ করে সেখান থেকে কোনক্রমেই পরবর্তীতে বীজ রাখা যাবে না।

F1 হাইব্রিড চিচিঙ্গা ঃ গ্যালাক্সি

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** ফেব্রুয়ারী-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪৫-৫০ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বা (১৬-১৮ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ২৫০-৩০০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** হালকা সবুজের মাঝে সাদা লম্বা দাগযুক্ত ।
- **ফলন ঃ** ২০-২২ টন (একর প্রতি)।
- প্রতি গিঁটে গিঁটে ফল ধরে, ফল আঁশবিহীন, মোলায়েম ও খেতে সুস্বাদু। ফলের উপরিভাগ মসৃণ হওয়ায় দূরে পরিবহনের ক্ষেত্রে দাগ কম দেখা যায়। প্রতিকূল আবহাওয়ায় টিকে থাকতে সক্ষম এবং গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড চিচিঙ্গা ঃ উইনার

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** ফেব্রুয়ারী-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪৫-৫০ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বা (১৮-২০ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ৩০০-৩৫০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** গাঢ় সবুজের মাঝে সাদা লম্বা দাগযুক্ত ।
- **ফলন ঃ** ২০-২৪ টন (একর প্রতি)।
- প্রতি গিঁটে গিঁটে ফল ধরে, ফল আঁশবিহীন, মোলায়েম ও খেতে সুস্বাদু। ফলের উপরিভাগ মসৃণ হওয়ায় দূরে পরিবহনের ক্ষেত্রে দাগ কম দেখা যায়। প্রতিকূল আবহাওয়ায় টিকে থাকতে সক্ষম এবং গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড ঝিঙ্গা ঃ গ্রীণ ডায়মন্ড

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** ফেব্রুয়ারী-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চাষ উপযোগী। তবে, ফেব্রুয়ারী-মার্চ পর্যন্ত চাষে অধিক ফলন পাওয়া যায়।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪০-৪৫ দিন। ● **ফলের রং ঃ** হালকা সবুজ রঙের।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বা (১০-১২ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ২০০-২৪০ গ্রাম। ● **ফলন ঃ** ১২-১৪ টন (একর প্রতি)।
- প্রতি গিঁটে গিঁটে ফল ধরে, ফল উঠাতে দেরি হলেও সহজে আঁশ হয় না। প্রতিকূল আবহাওয়ায় টিকে থাকতে সক্ষম এবং গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড ঝিঙ্গা ঃ ঠাকুর

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** ফেব্রুয়ারী-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চাষ উপযোগী। তবে, ফেব্রুয়ারী-মার্চ পর্যন্ত চাষে অধিক ফলন পাওয়া যায়।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪৫-৫০ দিন। ● **ফলের রং ঃ** হালকা সবুজ রঙের।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বা (১৪-১৬ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ২৫০-৩০০ গ্রাম। ● **ফলন ঃ** ১৪-১৬ টন (একর প্রতি)।
- প্রতি গিঁটে গিঁটে ফল ধরে, ফল উঠাতে দেরি হলেও সহজে আঁশ হয় না। প্রতিকূল আবহাওয়ায় টিকে থাকতে সক্ষম এবং গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড ঝিঙ্গা ঃ গ্রীন শর্ট

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** ফেব্রুয়ারী-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চাষ উপযোগী। তবে, ফেব্রুয়ারী-মধ্য মার্চ পর্যন্ত চাষে অধিক ফলন পাওয়া যায়।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। ● **ফলের রং ঃ** হালকা সবুজ রঙের।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪০-৪৫ দিন। ● **ফলের আকার ঃ** লম্বা (১২-১৪ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ১৮০-২২০ গ্রাম। ● **ফলন ঃ** ১৩-১৫ টন (একর প্রতি)।
- প্রতি গিঁটে গিঁটে ফল ধরে, ফল উঠাতে দেরি হলেও সহজে আঁশ হয় না। প্রতিকূল আবহাওয়ায় টিকে থাকতে সক্ষম এবং গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড ধুন্দল ঃ মুন লাইট

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** তীব্র শীত ব্যতীত সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪৫-৫০ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বা (১২-১৪ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ২৫০-৩০০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় হালকা সবুজ।
- **ফলন ঃ** ১৫-১৮ টন (একর প্রতি)।
- প্রতি গিঁটে গিঁটে ফল ধরে, ফল আঁশবিহীন, মোলায়েম ও খেতে সুস্বাদু। ফলের উপরিভাগ মসৃণ হওয়ায় দূরে পরিবহনের ক্ষেত্রে দাগ কম দেখা যায়। প্রতিকূল আবহাওয়ায় গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড চালকুমড়া ঃ হ্যাপি

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** তীব্র শীত ব্যতীত সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৬০-৬৫ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** মাঝারি লম্বাকৃতির (৮-১০ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ১-১.৫ কেজি।
- **ফলের রং ঃ** হালকা সবুজ রঙের।
- **ফলন ঃ** ১৮-২০ টন (একর প্রতি)।
- প্রতিটি ফল সম-আকৃতির। গাছ দীর্ঘ দিন ফল দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ফলের আকার আকৃতি একই রকম থাকে। গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

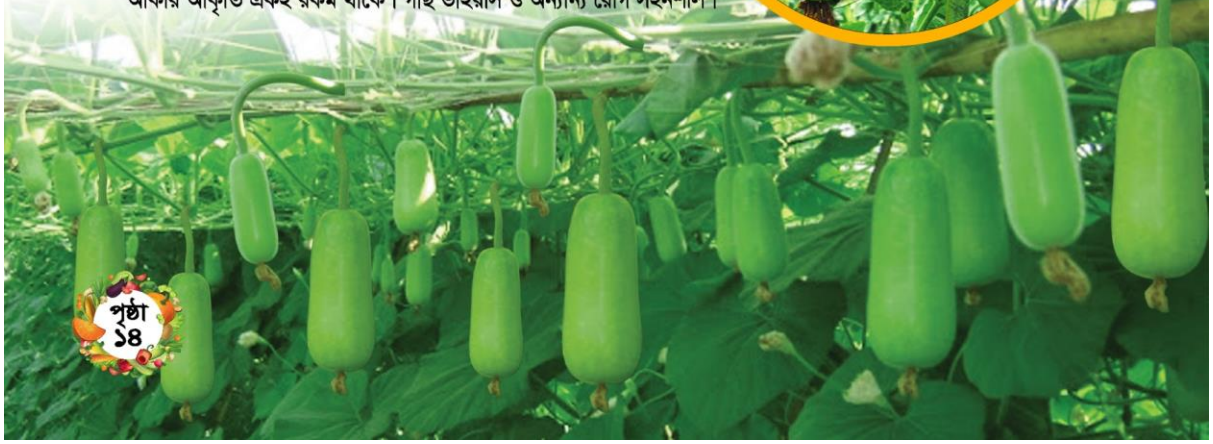

ঝিঙ্গা, চিচিংঙ্গা, চালকুমড়া ও ধুন্দলের চাষ প্রণালী এবং সার প্রয়োগের নিয়মাবলী

সময় ঃ তীব্র শীত ব্যতীত সারাবছর চাষ উপযোগী।

মাটি ঃ সারাদিন রোদ পায় এবং সুনিষ্কাশিত উর্বর দো-আঁশ মাটি ঝিঙ্গা, চিচিংঙ্গা, চালকুমড়া ও ধুন্দল চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

বীজের পরিমাণ ঃ ৮-১০ গ্রাম প্রতি শতকে।

জমি তৈরী ঃ গাছের শিকড় প্রায় ৫ ফুট পর্যন্ত দূরে বিস্তার লাভ করতে পারে। তাই জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দেয়ার পর প্রায় ৬-৭ ফুট চওড়া এবং ৪-৬ ইঞ্চি উঁচু বেডের সাথে ১-১.৫ ফুট চওড়া সেচ নালা রাখা উচিত।

চারা রোপন ঃ পলি ব্যাগ বা ট্রেতে চারা তৈরী করে নেয়া ভালো। বীজ গজানোর পর ১৫-২০ দিন বয়সের চারা রোপণ করা উত্তম।

চারা রোপনের দূরত্ব ঃ চারা হতে চারা ৪ ফুট এবং সারি হতে সারি ৫ ফুট।

মাচা তৈরী ঃ চালকুমড়া ও ধুন্দল গাছ অনেক ভারী হয়। তাই শক্ত মাচা তৈরী করা উচিৎ।

পরিচর্যা ঃ বেড সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়া থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট উচ্চতার সকল শোষক শাখা অপসারন করতে হবে।

সেচ ঃ খরার সময় নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। তবে, অতিরিক্ত পানি সেচ অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

পোকামাকড় এবং রোগবালাই ঃ চারা অবস্থায় রেড পামকিন বিটল, থ্রিপস এবং জাবপোকার আক্রমন এবং ফল আসা শুরু হলে ফলে মাছি পোকা এবং ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে ফেরোমন ফাঁদ এবং বিষ টোপ ব্যবহার করতে হবে। অ্যানথ্রাকনোজ বা গাছে পাউডারি বা ডাউনি মিলডিউ এর মত সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে কৃষি বিভাগের কর্মী বা উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে যথাযথ দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ নিম্ন লিখিত ছকের মাধ্যমে শতক প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়ের বিবরণ দেয়া হলো।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ (প্রতি শতাংশ জমির জন্য)

সার	মোট সার	জমি তৈরীর সময়	শেষ চাষের সময়	চারা রোপনের পর উপরি প্রয়োগ (প্রতি মাদায়)		
				১০-১৫ দিন পর	৩০-৩৫ দিন পর	৬০-৬৫ দিন পর
পঁচা গোবর জৈব সার	৭০ কেজি	৭০ কেজি	--	--	--	--
ইউরিয়া	৮০০ গ্রাম	--	১৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
টি এস পি	৭৫০ গ্রাম	--	৭৫০ গ্রাম	--	--	--
এম ও পি	১০০ গ্রাম	--	১০০ গ্রাম	--	--	--
জিপসাম	৩০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	--	--	--	--
জিংক/দস্তাসার	--	--	--	--	--	--
বোরাক্স	--	--	--	--	--	--
ম্যাগনেসিয়াম	--	--	--	--	--	--

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ক) যেকোনো সার প্রয়োগের কমপক্ষে ৩-৫ দিন পরে বীজ বপন বা চারা রোপন করতে হবে।

খ) প্রতিবার সারের উপরি প্রয়োগের পর জমির শুষ্কতার উপর নির্ভর করে অবশ্যই প্রয়োজন অনুসারে জমিতে পানি সেচ দিতে হবে।

গ) গাছের অবস্থা বুঝে দরকার হলে এক/দুইবার উপরি প্রয়োগের সমপরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সর্তকতা : হাইব্রিড ঝিঙ্গা, চিচিংঙ্গা, চালকুমড়া ও ধুন্দল চাষ করে সেখান থেকে কোনক্রমেই পরবর্তীতে বীজ রাখা যাবে না।

Pumpkin

F1 HYBRID

রফিক সীডস্

F1 হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া ঃ অনিক-১

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সেপ্টেম্বর-মার্চ মাস পর্যন্ত চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বড় আকৃতির গাছ।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৭৫-৮০ দিন। • **ফলের গড় ওজন ঃ** ৫-৬ কেজি।
- **ফলের আকার ঃ** অধিক খাঁজযুক্ত চ্যাপ্টা-গোলাকার।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ (কাঁচা ফল)।
- **ফলন ঃ** ২০-২৫ টন (একর প্রতি)।
- এই জাতটির ফলের ভিতরের শাঁসের রং গাঢ় হলুদ, খেতে খুব সুস্বাদু, ফলের ভিতরে ফাঁপার পরিমাণ খুব কম। গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া ঃ অনিক-২

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** জুন এবং জুলাই মাস বাদে সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বড় আকৃতির গাছ।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৭৫-৮০ দিন। • **ফলের গড় ওজন ঃ** ৫-৬ কেজি।
- **ফলের আকার ঃ** খাঁজযুক্ত মাঝারি চ্যাপ্টা-গোলাকার।
- **ফলের রং ঃ** ডোরাকাটা হলুদ ফোঁটযুক্ত আকর্ষণীয় সবুজ (কাঁচা ফল)।
- **ফলন ঃ** ২০-২৫ টন (একর প্রতি)।
- এই জাতটির ফলের ভিতরের শাঁসের রং গাঢ় হলুদ, খেতে খুব সুস্বাদু, ফলের ভিতরে ফাঁপার পরিমাণ খুব কম। গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া ঃ চন্দ্রমুখী

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর চাষযোগ্য, উচ্চফলনশীল ও আগাম জাত।
- **গাছের ধরণ ঃ** অধিক শাখা প্রশাখা-বিশিষ্ট বড় আকৃতির গাছ।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪৫-৫০ দিন। • **ফলের গড় ওজন ঃ** ১.৫-২ কেজি।
- **ফলের আকার ঃ** খাঁজযুক্ত মাঝারি চ্যাপ্টা-গোলাকার।
- **ফলের রং ঃ** ডোরাকাটা হলুদ ফোঁটাযুক্ত আকর্ষণীয় সবুজ (কাঁচা ফল)।
- **ফলন ঃ** ১৫-২০ টন (একর প্রতি)।
- এই জাতটির ফলের ভিতরের শাঁসের রং গাঢ় হলুদ, খেতে খুব সুস্বাদু, ফলের ভিতরে ফাঁপার পরিমাণ খুব কম। গাছ ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

মিষ্টিকুমড়ার চাষ প্রণালী ও সার প্রয়োগের নিয়মাবলী

সময় ঃ শীতকালীন ফসলের জন্য অক্টোবর-ডিসেম্বর এবং গ্রীষ্মকালীন ফসলের জন্য ফেব্রুয়ারী-মে মাসে মিষ্টি কুমড়ার বীজ বপন বা চারা রোপনের উপযুক্ত সময়।

মাটি ঃ জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ বা এঁটেল দো-আঁশ মাটি এবং চরাঞ্চলের পলি মাটিতে মিষ্টি কুমড়া ভাল জন্মে।

বীজের পরিমাণ ঃ ৩-৪ গ্রাম (শতক প্রতি)।

জমি তৈরী ঃ জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দেয়ার পর ৮ ফুট চওড়া করে উপযুক্ত দৈর্ঘ্যের বেড তৈরী করতে হবে। বেডে ৬-৭ ফুট পর পর মাদা তৈরী করতে হবে। দুইটি বেডের মাঝে ১-১.৫ ফুট চওড়া সেচ নালা রাখা আবশ্যক।

চারা রোপন ঃ প্রথমে পলি ব্যাগে চারা তৈরী করে নেয়া ভালো। বীজ থেকে চারা গজানোর পর ১৫-১৬ দিন বয়সের চারা রোপন করা উত্তম। মাদায় সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে প্রতি মাদায় কমপক্ষে ২ টি বীজ বপন করতে হবে এবং পরবর্তীতে যে চারাটি সুস্থ-সবল, সে চারাটি রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে।

চারা রোপনের দূরত্ব ঃ প্রতিটি চারা/বীজের জন্য সারি থেকে সারি ৭ ফুট এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৬ফুট হবে।

পোকামাকড় ও রোগব্যধি ঃ চারা অবস্থায় গাছে রেড পামকিন বিটল, সাদা মাছি, জাব পোকা ইত্যাদির আক্রমন দেখা দিতে পারে। ফল ধরা অবস্থায় ফলের মাছি পোকা ফল নষ্ট করে দিতে পারে। রোগ ব্যধির মধ্যে পাউডারী মিলডিউ এবং ডাউনি মিলডিউ উল্লেখযোগ্য। এ অবস্থায় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মী অথবা এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির পরামর্শ অনুসারে উপযুক্ত দমন ব্যবস্থা নিতে হবে। ফলের মাছি পোকা দমনের ক্ষেত্রে ফেরোমন ফাঁদ বা বিষটোপ বেশ কার্যকরী ব্যবস্থা।

সেচ ঃ মিষ্টি কুমড়া গাছ খরা ও অতিরিক্ত পানি কোনটাই সহ্য করতে পারে না। তাই প্রয়োজন অনুসারে সঠিক মাত্রায় পানি সেচ দিতে হবে।

আন্তঃ পরিচর্যা ঃ মিষ্টি কুমড়া চাষের ক্ষেত্রে জমি সবসময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে গেলে পানি নিষ্কাশন করতে হবে। জমির মাটি অধিক শক্ত হয়ে গেলে মাঝে মধ্যে আঁচড়া দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে। স্ত্রী ফুল ফোটা শুরু হলে হাত পরাগায়নের ব্যবস্থা করলে ফলন বেশী পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগ ঃ নিম্ন লিখিত ছকের মাধ্যমে শতক/মাদা প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়ের বিবরণ দেয়া হলো।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ (প্রতি শতাংশ জমির জন্য)

সার	মোট সার	জমি তৈরীর সময়	শেষ চাষের সময়	চারা রোপনের পর উপরি প্রয়োগ (প্রতি মাদায়)			
				১০-১৫ দিন পর	৩০-৩৫ দিন পর	৫০-৫৫ দিন পর	৭০-৭৫ দিন পর
পঁচা গোবর জৈব সার	৮০ কেজি	২০ কেজি	৬০ কেজি	--	--	--	--
ইউরিয়া	৭৫০ গ্রাম	--		২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	--
টি এস পি	৮০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	--	--	--
এম ও পি	৬০০ গ্রাম	--	৩০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	--	--
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	--	--	--	--	--
জিংক/দস্তাসার	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	--	--	--	--	--
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	--	--	--	--	--
ম্যাগনেসিয়াম	৫০ গ্রাম	--	৫০ গ্রাম	--	--	--	--

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ক) যেকোনো সার প্রয়োগের কমপক্ষে ৩-৫ দিন পরে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে।

খ) প্রতিবার সারের উপরি প্রয়োগের পর জমির শুষ্কতার উপর নির্ভর করে অবশ্যই প্রয়োজন অনুসারে জমিতে পানি সেচ দিতে হবে।

গ) গাছের অবস্থা বুঝে দরকার হলে এক/দুইবার উপরি প্রয়োগের সমপরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সর্তকতা ঃ হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া চাষ করে সেখান থেকে কোনক্রমেই পরবর্তীতে বীজ রাখা যাবে না।

Watermelon

F1 HYBRID

রফিক সীডস্

F1 হাইব্রিড তরমুজ ঃ রেড ড্রাগন

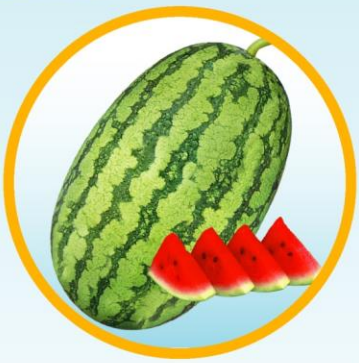

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** নভেম্বর-মার্চ মাস, তবে এলাকাভেদে এই সময়সূচী পরিবর্তন হতে পারে।
- **ফলের ধরণ ঃ** ড্রাগন/ডোরাকাটা। • **ফলের আকার ঃ** লম্বাটে-ডিম্বাকার।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** বীজ বপণের পর থেকে ৭০-৮০ দিন।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ৮-১০ কেজি। • **ভিতরের মজ্জার রঙ ঃ** টকটকে লাল।
- **ফলের রং ঃ** সবুজের মাঝে ডোরাকাটা দাগযুক্ত।
- **ফলন ঃ** ৩৫-৪০ টন (একর প্রতি)।
- গাছ উচ্চ মাত্রায় ভাইরাস সহনশীল। প্রতিটি ফল প্রায় সম আকৃতির। বীজের আকার ছোট হওয়ায় ১০০ গ্রামের ১টি প্যাকেটে প্রায় ২০০০ টি বীজ থাকে।

F1 হাইব্রিড তরমুজ ঃ সুপার গ্রেট-১

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** নভেম্বর-মার্চ মাস, তবে এলাকাভেদে এই সময়সূচী পরিবর্তন হতে পারে।
- **ফলের ধরণ ঃ** ড্রাগন/ডোরাকাটা। • **ফলের আকার ঃ** লম্বাটে-ডিম্বাকার।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** বীজ বপণের পর থেকে ৭০-৮০ দিন।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ৮-১০ কেজি। • **ভিতরের মজ্জার রঙ ঃ** টকটকে লাল।
- **ফলের রং ঃ** সবুজের মাঝে ডোরাকাটা দাগযুক্ত।
- **ফলন ঃ** ৩৫-৪০ টন (একর প্রতি)।
- গাছ উচ্চ মাত্রায় ভাইরাস সহনশীল। প্রতিটি ফল প্রায় সম আকৃতির। বীজের আকার ছোট হওয়ায় ১০০ গ্রামের ১টি প্যাকেটে প্রায় ২০০০ টি বীজ থাকে।

F1 হাইব্রিড তরমুজ ঃ ব্লাক সুগার

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারা বছর চাষযোগ্য, তবে ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল মাসে চাষে অধিক ফলন পাওয়া যায়।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বাটে-ডিম্বাকার।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** বীজ বপণের পর থেকে ৭৫ দিন।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ৩-৪ কেজি।
- **ফলের রং ঃ** কালো। • **ভিতরের মজ্জার রঙ ঃ** টকটকে লাল।
- **ফলন ঃ** ২০-২৫ টন (একর প্রতি)।
- গাছ উচ্চ মাত্রায় ভাইরাস সহনশীল। প্রতিটি ফল প্রায় সম আকৃতির। বীজের আকার ছোট হওয়ায় ১০০ গ্রামের ১টি প্যাকেটে প্রায় ২০০০ টি বীজ থাকে।

তরমুজ চাষ প্রণালী ও সার প্রয়োগের নিয়মাবলী

সময় ঃ নভেম্বর-মার্চ মাস। তবে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ বপণের জন্য সবচেয়ে উত্তম।

জলবায়ু ঃ শুষ্ক, উষ্ণ ও প্রচুর আলোযুক্ত স্থানে তরমুজ ভালো জন্মে। বৃষ্টিপাত ও অধিক আর্দ্রতা তরমুজ চাষের জন্য ক্ষতিকর। ফল পরিপক্ক হওয়ার সময় আলো কম হলে ফলের গুণাগুণ, যেমন-স্বাদ, মিষ্টতা ও ঘ্রাণ কমে যায়।

মাটি ঃ নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা আছে এমন বেলে দো-আঁশ থেকে দো-আঁশ মাটি তরমুজ চাষের জন্য বেশী উপযোগী।

বীজের পরিমাণ ঃ ৩-৪ গ্রাম (শতক প্রতি)।

জমি তৈরী ঃ জমি খুব ভালোভাবে ৩-৪ টি চাষ ও মই দিয়ে সমান করতে হবে। এরপর কমপক্ষে ১ ফুট প্রস্থের সেচ নালা মাঝে রেখে প্রতিটি ১০ ফুট চওড়া বেড তৈরী করতে হবে। প্রতি বেডে দুইটি সারিতে প্রায় ২ ফুট চওড়া মাদা তৈরী করতে হবে। সেখানে সারি থেকে সারির দূরত্ব থাকবে ৬.৫ ফুট এবং মাদা থেকে মাদা ৮ ফুট।

সার প্রয়োগ ঃ নিম্ন লিখিত ছকের মাধ্যমে শতক প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়ের বিবরণ দেয়া হলো।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ (প্রতি শতাংশ জমির জন্য)							
সার প্রয়োগের সময়	সারের নাম						
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	গোবর	জিপসাম	জিংক	বোরাক্স
শেষ চাষের সময়	৫০ কেজি	৩০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	২০ কেজি	৪০০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	৪০ গ্রাম
রোপনের ৫-৬ দিন পূর্বে পিটে বা গর্তে	১৫০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২ কেজি	--	--	--
চারা রোপনের ১০-১৫ দিন পর	২০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	--	--	--	--
ফুল আসার সময়	১৫০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	--	--	--	--
প্রথম ফল কাটার পরপরই	--	১০০ গ্রাম	--	--	--	--	--

পরিচর্যা ঃ প্রয়োজন অনুসারে পানি সেচ নিশ্চিত করতে হবে। ফুল ফোটা এবং ফলের বৃদ্ধি পর্যায়ে পানির ঘাটতি হতে দেয়া যাবে না। রোগব্যধি এবং পোকামাকড় দেখা দেওয়া মাত্রই তা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগাম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও নেয়া যায়। একটি গাছে ৪টির বেশী শাখা না রাখাই ভালো। ছোট বা মাঝারি ফলের ক্ষেত্রে প্রতি শাখায় ১টি করে ফল রাখা যায়। বাকিগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হবে। বড় আকারের ফলের ক্ষেত্রে গাছ প্রতি ১ বা ২ টির অধিক ফল কোনোভাবেই রাখা যাবে না। শুরুর দিকের ১ বা ২টি ফল ভেঙে দিয়ে পরের গুলো রাখাই ভালো।

ফল সংগ্রহ ঃ সাধারণত ঃ ফলের বোঁটা শুকিয়ে আসা শুরু হলে এবং উপরিভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটাগুলো ঝরে গিয়ে চকচকে অবস্থায় আসলে ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

ক) যেকোনো সার প্রয়োগের কমপক্ষে ৩-৫ দিন পরে বীজ বপন বা চারা রোপন করতে হবে।

খ) প্রতিবার সারের উপরি প্রয়োগের পর জমির শুষ্কতার উপর নির্ভর করে অবশ্যই প্রয়োজন অনুসারে জমিতে পানি সেচ দিতে হবে।

গ) গাছের অবস্থা বুঝে দরকার হলে এক/দুইবার উপরি প্রয়োগের সমপরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সর্তকতা : হাইব্রিড তরমুজ চাষ করে সেখান থেকে কোনক্রমেই পরবর্তীতে বীজ রাখা যাবে না।

Tomato

F1 HYBRID

রফিক সীডস্

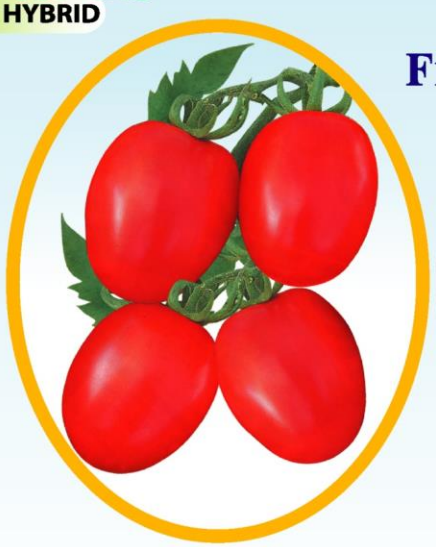

F1 হাইব্রিড টমেটো ঃ রাজকুমার

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাস।
- **গাছের ধরণ ঃ** মাঝারি লম্বা ও অধিক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৫৫-৬৫ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** ডিম্বাকৃতির।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ১৪০-১৫০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** টকটকে লাল রঙের (পাকা অবস্থায়)।
- **ফলন ঃ** ২৫-৩০ টন (একর প্রতি)।
- গাছে থোকায় থোকায় ও প্রচুর পরিমাণে ফল ধরে এবং ফল শক্ত হওয়ায় দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ ও দূরে পরিবহন করা যায়। ফলের রঙ খুব আকর্ষণীয় হওয়ায় অন্যান্য জাতের তুলনায় বাজার মূল্য বেশী পাওয়া যায়। গাছ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড টমেটো ঃ রেড কিং

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর।
- **গাছের ধরণ ঃ** মাঝারি লম্বা ও অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৫৫-৬০ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বাটে ডিম্বাকৃতির।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ১২০-১৪০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** টকটকে লাল রঙের (পাকা অবস্থায়)।
- **ফলন ঃ** ২০-২৫ টন (একর প্রতি)।
- গাছে থোকায় থোকায় ও প্রচুর পরিমাণে ফল ধরে এবং ফল শক্ত হওয়ায় দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ ও দূরে পরিবহন করা যায়। ফলের রঙ খুব আকর্ষণীয় হওয়ায় অন্যান্য জাতের তুলনায় বাজার মূল্য বেশী পাওয়া যায়। গাছ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট রোগ সহনশীল।

রফিক সীডস্

Tomato
F1 HYBRID

F1 হাইব্রিড টমেটো ঃ বেঙ্গল প্রাইড

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর।
- **গাছের ধরণ ঃ** মাঝারি ও অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৬০-৬৫ দিন। • **ফলের আকার ঃ** গোলাকার।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ১২০-১৩০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** টকটকে লাল রঙের (পাকা অবস্থায়)।
- **ফলন ঃ** ২০-২৫ টন (একর প্রতি)।
- গাছে অধিক পরিমাণে ফল ধরে এবং ফলের রঙ খুব আকর্ষণীয় হওয়ায় অন্যান্য জাতের তুলনায় বাজার মূল্য বেশী পাওয়া যায়। গাছ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড টমেটো ঃ আর:এস-৭৭০

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর।
- **গাছের ধরণ ঃ** মাঝারি ও অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৬৫-৭০ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** খাঁজকাটা গোলাকার।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ১৩০-১৫০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** টকটকে লাল রঙের (পাকা অবস্থায়)।
- **ফলন ঃ** ২০-২৫ টন (একর প্রতি)।
- গাছে অধিক পরিমাণে ফল ধরে এবং ফলের রঙ খুব আকর্ষণীয় হওয়ায় অন্যান্য জাতের তুলনায় বাজার মূল্য বেশী পাওয়া যায়। গাছ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড টমেটো ঃ রাজাবাবু (RS)

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** মার্চ-জুলাই (গ্রীষ্মকালীন জাত)।
- **গাছের ধরণ ঃ** মাঝারি ও অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৬০-৬৫ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বাটে গোলাকার।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ১২০-১৪০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** টকটকে লাল রঙের (পাকা অবস্থায়)।
- **ফলন ঃ** ২২-২৬ টন (একর প্রতি)।
- গাছে অধিক পরিমাণে ফল ধরে এবং ফলের রঙ খুব আকর্ষণীয় হওয়ায় অন্যান্য জাতের তুলনায় বাজার মূল্য বেশী পাওয়া যায়।
- প্রতিটি ফলের আকার-আকৃতি প্রায় একই রকম। ফল খুবই শক্ত এবং দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। উচ্চ তাপেও ফুল-ফল দেয়। গাছ ব্যাক্টেরিয়াজনিত উইল্ট সহনশীল।

টমেটো চাষ প্রণালী ও সার প্রয়োগের নিয়মাবলী

সময় ঃ সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাস টমেটো চাষের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এছাড়াও কিছু এরিয়াতে কিছু কিছু জাত গ্রীষ্মকালেও চাষ হয়ে থাকে।

মাটি ঃ প্রচুর পরিমানে সূর্য্যের আলো পায় এবং উর্বর দো-আঁশ ও পলিযুক্ত মাটি টমেটো চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

বীজের পরিমাণ ঃ ১-১.৫ গ্রাম প্রতি শতকে।

জমি তৈরী ঃ জমির আগাছা পরিষ্কার করার পর ৩-৪ টি চাষ ও মই দিয়ে ৩ ফুট চওড়া এবং সুবিধাজনক লম্বা আকারের বেড তৈরী করতে হবে। দুইটি বেডের মাঝে অন্ততঃ ১.৫ ফুট সেচ নালা রাখা কর্তব্য।

চারা রোপন ঃ চারার বয়স ২৫-৩০ দিন বয়স হলে মূল জমিতে রোপণের উপযোগী হয়। জাত ভেদে সারি হতে সারি ২.৫ ফুট এবং চারা হতে চারা ২ ফুট দূরত্বে রোপন করা উচিত।

পরিচর্যা ঃ চারা লাগানোর পর হালকা পানির সেচ দিলে চারা সহজেই সতেজ হয়। প্রতি বার সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে। ফুল ফল আসার আগ পর্যন্ত গাছের গোড়ার কুশি নিয়মিত কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগব্যধি ঃ চারা অবস্থায় যেসব রোগ হয়ে থাকে, যেমন- ড্যাম্পিং অফ, গোড়া পঁচা, শিকড় পঁচা রোগ। এছাড়াও গাছ ফুল আসা শুরু হলে গাছ ঢলে পড়া, পাতা কোঁকড়ানো, লেট ব্লাইট রোগ বেশি হয়ে থাকে। এসব রোগ প্রতিকারের জন্য বীজ ও মাটি শোধন করে নেয়া ভালো। বিভিন্ন পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মী অথবা এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির পরামর্শ অনুসারে উপযুক্ত বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ নিম্ন লিখিত ছকের মাধ্যমে শতক প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়ের বিবরণ দেয়া হলো।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ (প্রতি শতাংশ জমির জন্য)

সার	মোট সার	জমি তৈরীর সময়	শেষ চাষের সময়	চারা রোপনের পর উপরি প্রয়োগ (প্রতি মাদায়)			
				১০-১৫ দিন পর	৩০-৩৫ দিন পর	৪৫-৫০ দিন পর	৭০-৭৫ দিন পর
পঁচা গোবর জৈব সার	৮০ কেজি	৫০ কেজি	--	--	--	--	--
ইউরিয়া	১৩৫০ গ্রাম	--	৪০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	
টি এস পি	১১০০ গ্রাম	--	১০০০ গ্রাম	--	--	--	১০০ গ্রাম
এম ও পি	৯৫০ গ্রাম	--	৪০০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	৫০ গ্রাম
কার্বফুরান	৮০ গ্রাম	--	৮০ গ্রাম	--	--	--	--
জিপসাম	২০০ গ্রাম	--	২০০ গ্রাম	--	--	--	--
বরিক এসিড	৮০ গ্রাম	--	৮০ গ্রাম	--	--	--	--
দস্তা	৭০ গ্রাম	--	৭০ গ্রাম	--	--	--	--
ব্লিচিং পাউডার	১৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	--	--	--	--	--

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ক) যেকোনো সার প্রয়োগের কমপক্ষে ৩-৫ দিন পরে বীজ বপন বা চারা রোপন করতে হবে।

খ) প্রতিবার সারের উপরি প্রয়োগের পর জমির শুষ্কতার উপর নির্ভর করে অবশ্যই প্রয়োজন অনুসারে জমিতে পানি সেচ দিতে হবে।

গ) গাছের অবস্থা বুঝে দরকার হলে এক/দুইবার উপরি প্রয়োগের সমপরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সর্তকতা ঃ হাইব্রিড টমেটো চাষ করে সেখান থেকে কোনক্রমেই পরবর্তীতে বীজ রাখা যাবে না।

F1 হাইব্রিড মরিচ ঃ লঙ্কা গ্রীণ

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** মাঝারি ঝোপালো ও অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪০-৪৫ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বাকৃতির (২.৫-৩ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ৩-৪ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের।
- **ফলন ঃ** ১০-১২ টন (একর প্রতি)।
- ঘন গিঁট বিশিষ্ট গাছ, শাখার প্রতিটি গিঁটে প্রচুর ফল ধরে ও মরিচ অধিক ঝাল বিশিষ্ট। গাছ দীর্ঘদিন ফল দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ফলের আকার আকৃতি একই রকম ও রং খুব আকর্ষণীয় থাকায় অন্যান্য জাতের তুলনায় বাজার মূল্য বেশী পাওয়া যায়। গাছ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট সহ অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড মরিচ ঃ শক্তি

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** মাঝারি লম্বা, ঝোপালো ও অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪৫-৫০ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** মাঝারি লম্বাকৃতির (২.৫-৩ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ৩-৪ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় সবুজ রঙের।
- **ফলন ঃ** ১০-১২ টন (একর প্রতি)।
- শাখার প্রতিটি গিঁটে প্রচুর ফল ধরে ও মরিচ অধিক ঝাল বিশিষ্ট। গাছ দীর্ঘদিন ফল দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ফলের আকার আকৃতি একই রকম ও রং খুব আকর্ষণীয় থাকায় অন্যান্য জাতের তুলনায় বাজার মূল্য বেশী পাওয়া যায়। গাছ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট সহ অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড মরিচ ঃ ময়না

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** মাঝারি ঝোপালো ও অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪০-৪৫ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** মাঝারি লম্বাকৃতির (২.৫-৩ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ৩-৪ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের।
- **ফলন ঃ** ১২-১৫ টন (একর প্রতি)।
- ঘন গিঁট বিশিষ্ট গাছ, শাখার প্রতিটি গিঁটে প্রচুর ফল ধরে ও মরিচ অধিক ঝাল বিশিষ্ট। গাছ দীর্ঘ দিন ফল দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ফলের আকার আকৃতি একই রকম ও রং খুব আকর্ষণীয় থাকায় অন্যান্য জাতের তুলনায় বাজার মূল্য বেশী পাওয়া যায়। গাছ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট সহ অন্যান্য রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড মরিচ ঃ পাওয়ার

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** মাঝারি লম্বা, ঝোপালো ও অধিক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪৫-৫০ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** মাঝারি লম্বাকৃতির (২-২.৫ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ৩-৩.৫ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় হালকা সবুজ রঙের।
- **ফলন ঃ** ১১-১২ টন (একর প্রতি)।
- শাখার প্রতিটি গিঁটে প্রচুর ফল ধরে ও মরিচ অধিক ঝাল বিশিষ্ট। গাছ দীর্ঘদিন ফল দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ফলের আকার আকৃতি একই রকম ও রং খুব আকর্ষণীয় থাকায় অন্যান্য জাতের তুলনায় বাজার মূল্য বেশী পাওয়া যায়। গাছ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট সহ অন্যান্য রোগ সহনশীল।

মরিচ চাষ প্রণালী ও সার প্রয়োগের নিয়মাবলী

সময় ঃ প্রায় সারাবছর। তবে মার্চ-এপ্রিল এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাস বীজ বপনের জন্য বেশি ভালো সময়।

মাটি ঃ উঁচু দো-আঁশ মাটি মরিচ চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো।

বীজের পরিমাণ ঃ ১.৫ গ্রাম প্রতি শতকে।

জমি তৈরী ঃ জমির আগাছা পরিষ্কার করার পর ৩-৪ টি চাষ ও মই দিয়ে ৩ ফুট চওড়া এবং সুবিধাজনক লম্বা আকারের বেড তৈরী করতে হবে। দুইটি বেডের মাঝে অন্ততঃ ১.৫ ফুট সেচ নালা রাখা কর্তব্য।

চারা রোপন ঃ চারা প্রায় ১০ সে.মি লম্বা হলে মূল জমিতে রোপনের উপযোগী হয়। জাতভেদে সারি হতে সারি ২ ফুট এবং চারা হতে চারা ১.৫ ফুট দূরত্বে রোপন করা উচিত।

পরিচর্যা ঃ চারা লাগানোর পর হালকা পানির সেচ দিলে চারা সহজেই সতেজ হয়। প্রতিবার সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে। ফুল ফল আসার আগ পর্যন্ত গাছের গোড়ার কুশি নিয়মিত কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগব্যধি ঃ উল্লেখযোগ্য পোকামাকড়ের মধ্যে রয়েছে মাইটস ও থ্রিপস। চারা অবস্থায় যেসব রোগ হয়ে থাকে, যেমন ড্যাম্পিং অফ, গোড়া পঁচা, শিকড় পঁচা ইত্যাদি প্রতিকারের জন্য বীজ শোধন করে নেয়া ভালো। এছাড়া অনেক সময় এনথ্রাকনোজ দেখা দিয় । এসব ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মী অথবা এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির পরামর্শ অনুযায়ী দমন ব্যবস্থা নিতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ নিম্ন লিখিত ছকের মাধ্যমে শতক প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়ের বিবরণ দেয়া হলো।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ (প্রতি শতাংশ জমির জন্য)

সার	মোট সার	জমি তৈরীর সময়	শেষ চাষের সময়	চারা রোপনের পর উপরি প্রয়োগ		
				১৫-২৫ দিন পর	৩০-৩৫ দিন পর	৭০-৮০ দিন পর
পঁচা গোবর জৈব সার	৫০ কেজি	৫০ কেজি	--	--	--	--
ইউরিয়া	১০০০ গ্রাম	--	৪০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	--
টি এস পি	১১০০ গ্রাম	--	১০০০ গ্রাম	--	--	১০০ গ্রাম
এম ও পি	৮৫০ গ্রাম	--	৪০০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম
জিপসাম	৩০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	--	--	--	--
জিংক/দস্তাসার	৪০ গ্রাম	--	৪০ গ্রাম	--	--	--
বোরাক্স	৩০ গ্রাম	--	৩০ গ্রাম	--	--	--
ম্যাগনেসিয়াম	--	--	--	--	--	--

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

ক) যেকোনো সার প্রয়োগের কমপক্ষে ৩-৫ দিন পরে বীজ বপন বা চারা রোপন করতে হবে।

খ) প্রতিবার সারের উপরি প্রয়োগের পর জমির শুষ্কতার উপর নির্ভর করে অবশ্যই প্রয়োজন অনুসারে জমিতে পানি সেচ দিতে হবে।

গ) গাছের অবস্থা বুঝে দরকার হলে এক/দুইবার উপরি প্রয়োগের সমপরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সর্তকতা : হাইব্রিড মরিচ চাষ করে সেখান থেকে কোনক্রমেই পরবর্তীতে বীজ রাখা যাবে না।

F1 হাইব্রিড বেগুন ঃ
সুপার কিং

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** মাঝারি লম্বা ও অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৬০-৬৫ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** লম্বাকৃতির (১২-১৫ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ১৫০-২০০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় উজ্জ্বল বেগুনি রঙের।
- **ফলন ঃ** ২৫-৩০ টন (একর প্রতি)।
- গাছ দীর্ঘ দিন ফল দেয় এবং ফলের রং আকর্ষণীয় বেগুনি থাকায় অন্যান্য জাতের তুলনায় বাজার মূল্য বেশী পাওয়া যায়। গাছ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট রোগ সহনশীল।

F1 হাইব্রিড বেগুন ঃ
আর.এস-২৯৫

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** মাঝারি লম্বা ও অধিক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৬০-৬৫ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** মাঝারি লম্বা গোলাকৃতির (৫-৬ ইঞ্চি)।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ১৫০-২০০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় হালকা সবুজ রঙের।
- **ফলন ঃ** ২৫-৩০ টন (একর প্রতি)।
- গাছ দীর্ঘ দিন ফল দেয়, থোকায় থোকায় ও অধিক পরিমানে ফল ধরে। গাছ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট রোগ সহনশীল।

পৃষ্ঠা ২৬

(বেগুনের ক্ষেত্রে মরিচ এর চাষ প্রণালী অনুসরণ করবেন)

রফিক সীডস্

Okra
F1 HYBRID

F1 হাইব্রিড ঢেঁড়শ ঃ

জয়িতা প্লাস

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** খাঁটো আকারের এবং ঘন গিঁট বিশিষ্ট।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪০-৪৫ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** মাঝারি।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় সবুজ রঙের।
- **ফলন ঃ** ১৩-১৫ টন (একর প্রতি)।
- উচ্চ ফলনশীল জাত। ফল সংগ্রহ করতে ১-২ দিন দেরি হলেও ফল কচি থাকে, শক্ত হয়ে যায় না। গাছ হলুদ মোজাইক ভাইরাস সহনশীল।

F1 হাইব্রিড ঢেঁড়শ ঃ জয়িতা

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** মাঝারি লম্বা।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪৫-৫০ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** মাঝারি।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় সবুজ রঙের।
- **ফলন ঃ** ১২-১৪ টন (একর প্রতি)।
- উচ্চ ফলনশীল জাত। ফল সংগ্রহ করতে ১-২ দিন দেরি হলেও ফল কচি থাকে, শক্ত হয়ে যায় না। গাছ হলুদ মোজাইক ভাইরাস সহনশীল।

(ঢেঁড়শের ক্ষেত্রে মরিচ এর চাষ প্রণালী অনুসরণ করবেন)

Cauliflower

F1 HYBRID

রফিক সীডস্

F1 হাইব্রিড ফুলকপি ঃ টপ হিরো

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** ফেব্রুয়ারী-জুন মাস।
- **গাছের ধরণ ঃ** গাছের পাতা খাড়া প্রকৃতির।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪০-৪৫ দিন। • **ফলন ঃ** ১৪-১৮ টন (একর প্রতি)।
- **ফলের আকার ঃ** ডোম সেপ বা গম্বুজ আকৃতির।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** গ্রীষ্ম মৌসুমে ৭০০-১১০০ গ্রাম এবং অতি আগাম মৌসুমে ৮০০-১০০০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** ধবধবে সাদা রঙের।
- অতি উচ্চ তাপমাত্রা ও বৃষ্টি সহনশীল। ফুল অত্যন্ত শক্ত এবং পাতা দিয়ে ঢাকা থাকায় রঙ নষ্ট হয় না।

F1 হাইব্রিড ফুলকপি ঃ আর্লী স্পেশাল

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** জুলাই-সেপ্টেম্বর মাস।
- **গাছের ধরণ ঃ** গাছের পাতা খাড়া প্রকৃতির।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪৫-৫০ দিন। • **ফলন ঃ** ১৪-১৮ টন (একর প্রতি)।
- **ফলের আকার ঃ** ডোম সেপ বা গম্বুজ আকৃতির।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ৮০০-১০০০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** ধবধবে সাদা রঙের।
- উচ্চ তাপমাত্রা ও বৃষ্টি সহনশীল। ফুল অত্যন্ত শক্ত এবং পাতা দিয়ে ঢাকা থাকায় রঙ নষ্ট হয় না।

F1 হাইব্রিড ফুলকপি ঃ মিড এক্সিলেন্ট

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** আগষ্ট-অক্টোবর মাস।
- **গাছের ধরণ ঃ** গাছের পাতা খাড়া প্রকৃতির।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৬৫-৭০ দিন।
- **ফলন ঃ** ১৮-২০ টন (একর প্রতি)।
- **ফলের আকার ঃ** ডোম সেপ বা গম্বুজ আকৃতির।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ১২০০-১৭০০ গ্রাম।
- **ফলের রং ঃ** ধবধবে সাদা রঙের।
- ফুল অত্যন্ত শক্ত এবং পাতা দিয়ে পুরোপুরি ঢাকা থাকায় রঙ নষ্ট হয় না।

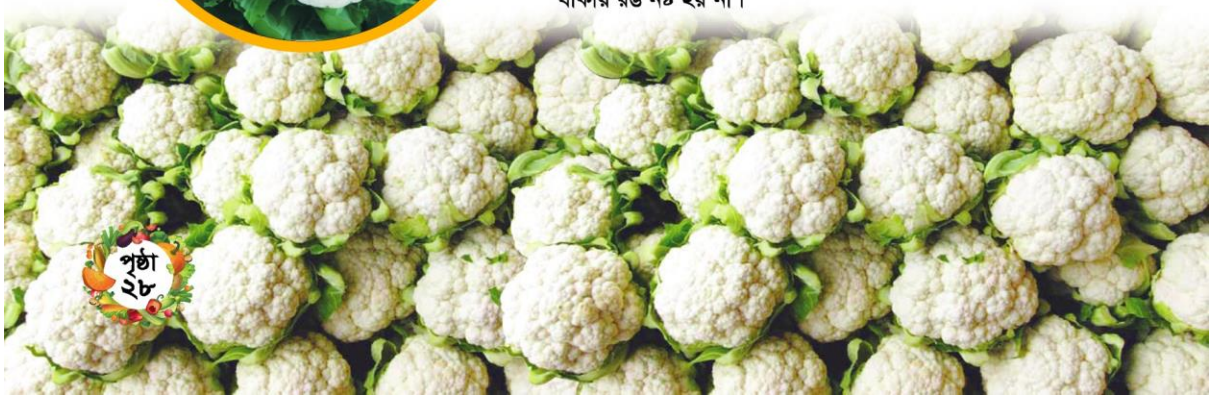

রফিক সীডস্

Cabbage

F1 HYBRID

F1 হাইব্রিড বাঁধাকপি ঃ ট্রপিক্যাল হিরো

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** জুলাই-অক্টোবর এবং ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাস।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৫৫-৬০ দিন।
- **ফলের রং ঃ** সবুজ রঙের।
- **ফলের আকার ঃ** চ্যাপ্টা-গোলাকার।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** আগাম এবং গ্রীষ্ম মৌসুমে ১.৫-১.৮ কেজি। ভরা এবং নাবী মৌসুমে ২-২.৬ কেজি।
- **ফলন ঃ** আগাম বা গ্রীষ্মে ১৬-১৮ (একর প্রতি) এবং ভরা ও নাবী মৌসুমে ২০-২২ টন (একর প্রতি)।
- যেকোনো আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম। আগাম ও সবগুলো কপি একই আকার-আকৃতির হয়ে থাকে। রোগ বালাই সহনশীল।

F1 হাইব্রিড বাঁধাকপি ঃ সানমুন

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৭০-৭৫ দিন।
- **ফলের আকার ঃ** চ্যাপ্টা-গোলাকার।
- **ফলের গড় ওজন ঃ** ২-২.৫ কেজি।
- **ফলের রং ঃ** সবুজ রঙের।
- **ফলন ঃ** ২০-২৫ টন (একর প্রতি)।
- যেকোনো আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম।
- আগাম ও সবগুলো কপি একই আকার-আকৃতির হয়ে থাকে। রোগ বালাই সহনশীল।

ফুলকপি ও বাঁধাকপির চাষ প্রণালী ও সার প্রয়োগের নিয়মাবলী

সময় ঃ আমাদের দেশে ফুলকপি ও বাঁধাকপি চাষের মূল সময় ধরা হয় আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস। তবে আগাম মৌসুমে জুলাই থেকে শুরু করে নাবী মৌসুমে নভেম্বর পর্যন্ত এবং ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে গ্রীষ্মকালীন ফুলকপি চাষ করা হয়ে থাকে।

মাটি ঃ সুনিষ্কাশিত উর্বর দো-আঁশ ও এঁটেল মাটি এমনকি বেলে দো-আঁশ মাটিতেও ফুলকপি ভালো হয়।

বীজের পরিমাণ ঃ ১.৫ গ্রাম (শতক প্রতি)।

জমি তৈরি ঃ জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে ৩ ফুট চওড়া বেড তৈরী করতে হবে। দুইটি বেডের মাঝে ১-১.৫ ফুট সেচ নালা রাখা আবশ্যক।

বীজতলা তৈরী ও বপন ঃ জৈব সার যুক্ত উর্বর মাটি ভালোভাবে কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে তৈরী করতে হবে। মাটিতে হালকা রস থাকা অবস্থায় বীজ বপণ করতে হবে।

চারা তৈরী ও রোপণ ঃ বীজ গজানোর ১০-১২ দিন পর তা দ্বিতীয় বীজতলায় রোপণের উপযোগী হয়। ২২-২৫ দিন বয়সের চারা জমিতে রোপণ করা উচিত। মূল জমিতে চারা রোপণের জন্য মৌসুম ও জাত ভেদে বিভিন্ন রোপণ দূরত্ব অনুসরণ করা হয়।

চারা রোপন দূরত্ব ঃ গ্রীষ্মকালীন, অতি আগাম বা আগাম মৌসুমে চারা হতে চারার দূরত্ব ১২-১৪ ইঞ্চি, মধ্যম মৌসুমে ১৬-১৮ ইঞ্চি এবং নাবী মৌসুমে ২০ ইঞ্চি। সারি হতে সারির দূরত্ব ২ ফুট।

পরিচর্যা ঃ জমিতে আগাছা জন্মাতে দেয়া যাবে না। অতি আগাম বা আগাম মৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে জমা পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। সঠিক সময়ে সার উপরি প্রয়োগ করে চারা গাছের সঠিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। বৃদ্ধি পর্যায়ে লেদাপোকার আক্রমন হয়ে থাকে। সময়মত কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মী বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী।

সার প্রয়োগ ঃ নিম্ন লিখিত ছকের মাধ্যমে শতক প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়ের বিবরণ দেয়া হলো।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ (প্রতি শতাংশ জমির জন্য)

সার	মোট সার	জমি তৈরীর সময়	শেষ চাষের সময়	১ম উপরি প্রয়োগ (১৫-২০ দিন পর)	২য় উপরি প্রয়োগ (৩০-৩৫ দিন পর)
পঁচা গোবর জৈব সার	৫০ কেজি	৫০ কেজি	--	--	--
ইউরিয়া	১০০০ গ্রাম	--	২৫০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম
টি এস পি	৭০০ গ্রাম	--	৭০০ গ্রাম	--	--
এম ও পি	৭০০ গ্রাম	--	২০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	--	--	--
জিংক/দস্তাসার	৪০ গ্রাম	--	৪০ গ্রাম	--	--
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	--	৪০ গ্রাম	--	--

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ক) যেকোনো সার প্রয়োগের কমপক্ষে ৩-৫ দিন পরে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে।

খ) প্রতিবার সারের উপরি প্রয়োগের পর জমির শুষ্কতার উপর নির্ভর করে অবশ্যই প্রয়োজন অনুসারে জমিতে পানি সেচ দিতে হবে।

গ) গাছের অবস্থা বুঝে দরকার হলে এক/দুইবার উপরি প্রয়োগের সমপরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সর্তকতা ঃ হাইব্রিড ফুলকপি ও বাঁধাকপি চাষ করে সেখান থেকে কোনক্রমেই পরবর্তীতে বীজ রাখা যাবে না।

Radish

F1 HYBRID

F1 হাইব্রিড মুলা ঃ ক্রস-৩৫

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** পালং শাকের মত মসৃণ পাতাযুক্ত মূলার গাছ।
- **১ম ফসল সংগ্রহ ঃ** ৩০-৩৫দিন। ● **মূলার রং ঃ** ধবধবে সাদা।
- **মূলার আকার ঃ** মাঝারি লম্বাকৃতির (১০-১২ ইঞ্চি)।
- **মূলার গড় ওজন ঃ** ২২০-২৬০ গ্রাম।
- **ফলন ঃ** ২২-২৬ টন (একর প্রতি)।
- অতি আগাম জাত। মূলার দুই-তৃতীয়াংশ মাটির উপরে থাকায় মূলা তুলতে সহজ, পার্শ্ব শিকড় হয় না ও তুলতে দেরি হলেও ভিতরে ফাঁপা হয় না। অধিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টি সহনশীল।

F1 হাইব্রিড মুলা ঃ টপ-৩৫

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সারাবছর চাষ উপযোগী।
- **গাছের ধরণ ঃ** পালং শাকের মত মসৃণ পাতাযুক্ত মূলার গাছ।
- **১ম ফসল সংগ্রহ ঃ** ৩০-৩৫ দিন। ● **মূলার রং ঃ** ধবধবে সাদা।
- **মূলার আকার ঃ** মাঝারি লম্বাকৃতির (১০-১২ ইঞ্চি)।
- **মূলার গড় ওজন ঃ** ২২০-২৬০ গ্রাম। ● **ফলন ঃ** ২১-২৪ টন (একর প্রতি)।
- অতি আগাম জাত। মূলার দুই-তৃতীয়াংশ মাটির উপরে থাকায় মূলা তুলতে সহজ, পার্শ্ব-শিকড় হয় না ও তুলতে দেরি হলেও ভিতরে ফাঁপা হয় না। অধিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টি সহনশীল।

HYV মুলা ঃ আর্লী-৩৫

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** সেপ্টেম্বর-নভেম্বর।
- **১ম ফসল সংগ্রহ ঃ** ৪০-৪৫ দিন। ● **মূলার রং ঃ** ধবধবে সাদা।
- **মূলার আকার ঃ** মাঝারি লম্বাকৃতির (৮-১০ ইঞ্চি)।
- **মূলার গড় ওজন ঃ** ২০০-২৪০ গ্রাম। ● **ফলন ঃ** ১৫-২০ টন (একর প্রতি)।
- অতি আগাম জাত। পাতা মোলায়েম ও ছোট। মূলার দুই- তৃতীয়াংশ মাটির উপরে থাকায় মূলা তুলতে সহজ, পাশ-শিকড় হয় না ও তুলতে দেরি হলেও ভিতরে ফাঁপা হয় না। রোগ বালাই সহনশীল।

মুলার চাষ প্রণালী ও সার প্রয়োগের নিয়মাবলী

সময় ঃ মূলতঃ মধ্য সেপ্টেম্বর-মধ্য নভেম্বর। তবে এখন প্রায় সারাবছর চাষ সম্ভব।

মাটি ঃ সুনিষ্কাশিত বেলে দো-আঁশ মাটি চাষের জন্য উপযোগী।

বীজের পরিমাণ ঃ ২০-৩০ গ্রাম (শতক প্রতি)

জমি তৈরী ঃ জমি গভীরভাবে বার বার চাষ দিতে হবে, যাতে মাটি ধূলা হয়ে যায়। চাষের সময় জমিতে বেশী পরিমানে ছাই ও জৈব সার প্রয়োগে মূলা তাড়াতাড়ি বাড়ে।

পরিচর্যা ঃ বপণের ৭-১০ দিন পর ৪-৬ ইঞ্চি দূরে একটি করে গাছ রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে। মাটিতে রস কম থালে ৭-১০ দিনের মধ্যেই একটি সেচ দিতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পর একটি করে সেচ দিতে হবে। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। মাটি শক্ত হয়ে গেলে নিড়ানী দিয়ে মাটির উপরের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগব্যধি ঃ মূলায় প্রচুর ফ্লি বিটলের আক্রমন হয়ে থাকে, বিশেষ করে শীত ব্যতীত অন্য সময়ে। এরা পাতা ছিদ্র করে খেয়ে ফেলে। তাছাড়া করাত মাছি, লেদাপোকা ইত্যাদির আক্রমন দেখা দিতে পারে। সময়মত উপযুক্ত দমন ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষ রোগব্যধির মধ্যে অল্টারনারিয়া দাগ রোগ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া হোয়াইট স্পট বা সাদা দাগ রোগও মাঝে মাঝে দেখা দেয়।

সার প্রয়োগ ঃ নিম্ন লিখিত ছকের মাধ্যমে শতক প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়ের বিবরণ দেয়া হলো।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ (প্রতি শতাংশ জমির জন্য)

সার	মোট সার	জমি তৈরীর সময়	শেষ চাষের সময়	১ম উপরি প্রয়োগ (১০-১৫ দিন পর)	২য় উপরি প্রয়োগ (২০-২৫ দিন পর)
পঁচা গোবর জৈব সার	৪০ কেজি	৫০ কেজি	--	--	--
ইউরিয়া	৮৫০ গ্রাম	--	--	৫০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম
টি এস পি	৭০০ গ্রাম	--	৭০০ গ্রাম	--	--
এম ও পি	১১০০ গ্রাম	--	৬০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
জিপসাম	১৫০ গ্রাম	--	১৫০ গ্রাম	--	--
জিংক/দস্তাসার	৫০ গ্রাম	--	৫০ গ্রাম	--	--
বোরাক্স	৬০ গ্রাম	--	৬০ গ্রাম	--	--
ম্যাগনেশিয়াম	১৫০ গ্রাম	--	১৫০ গ্রাম	--	--
কার্বোফুরান	৭০ গ্রাম	--	৭০ গ্রাম	--	--

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ক) যেকোনো সার প্রয়োগের কমপক্ষে ৩-৫ দিন পরে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে।

খ) প্রতিবার সারের উপরি প্রয়োগের পর জমির শুষ্কতার উপর নির্ভর করে অবশ্যই প্রয়োজন অনুসারে জমিতে পানি সেচ দিতে হবে।

গ) গাছের অবস্থা বুঝে দরকার হলে এক/দুইবার উপরি প্রয়োগের সমপরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সর্তকতা : হাইব্রিড মুলা চাষ করে সেখান থেকে কোনক্রমেই পরবর্তীতে বীজ রাখা যাবে না।

রফিক সীডস্

Yard Long Bean
F1 HYBRID

F1 হাইব্রিড বরবটি ঃ
লং গ্রীণ

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** ডিসেম্বর-জানুয়ারী ব্যতীত সারাবছর।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৩৫-৪০ দিন।
- **ফলের দৈর্ঘ্য ঃ** লম্বা (১৮-২৪ ইঞ্চি)।
- **ফলের রং ঃ** আকর্ষণীয় সবুজ রঙের।
- **ফলন ঃ** ৬-৭ টন (একর প্রতি)।
- গাছ প্রতিকূল আবহাওয়া সহনশীল।
  ফুল আসার পর দ্রুত ফল সংগ্রহ উপযোগী হয়।

F1 হাইব্রিড বরবটি ঃ
বিউটি গ্রীন

বৈশিষ্ট্য ঃ

- **বপন সময় ঃ** ডিসেম্বর-জানুয়ারী ব্যতীত সারাবছর।
- **১ম ফল সংগ্রহ ঃ** ৪০-৪৫ দিন।
- **ফলের দৈর্ঘ্য ঃ** লম্বা (২০-২৬ ইঞ্চি)।
- **ফলের রং ঃ** হালকা সবুজ রঙের।
- **ফলন ঃ** ৬-৭ টন (একর প্রতি)।
- সংগ্রহ উপযোগী হওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন ফল কচি থাকে। খেতে খুবই সু-স্বাদু।

বরবটি চাষ প্রণালী এবং সার প্রয়োগের নিয়মাবলী

সময় ঃ ডিসেম্বর-জানুয়ারী ব্যতীত সারাবছর। তবে ফেব্রুয়ারী-মে পর্যন্ত চাষে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

মাটি ঃ দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি বরবটি চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

বীজের পরিমাণ ঃ প্রতি শতকে ১০০-১২৫ গ্রাম।

জমি তৈরী ঃ ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে। এরপর ১.৫-২ মিটার দুরত্বে সারি করে ১০-১২ ইঞ্চি দূরে বীজ বপন করতে হবে।।

পরিচর্যা ঃ চারা বড় হলে মাচা বা বাউনি দিতে হবে। জমিতে পানির যাতে অভাব না হয় সে জন্য প্রয়োজন অনুসারে সবসময় সেচ দিতে হবে। আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে।

সেচ ঃ খরার সময় নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। তবে, অতিরিক্ত পানি সেচ অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

পোকামাকড় এবং রোগবালাই ঃ জাব পোকা, ফল ছিদ্রকারী পোকা ও মোজাইক রোগ বরবটি চাষের বড় সমস্যা। এ সব সমস্যা সমাধানে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মী অথবা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ অনুযায়ী উপযুক্ত সময়ে সঠিক দমন ব্যবস্থা নিতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ নিম্ন লিখিত ছকের মাধ্যমে শতক প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়ের বিবরণ দেয়া হলো।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ (প্রতি শতাংশ জমির জন্য)				
সারের নাম	মোট সার	তৈরীর সময়	শেষ চাষের সময়	উপরি প্রয়োগ বীজ বপণের দিন ২০ দিন পর
পঁচা গোবর জৈব সার	২০ কেজি	--	২০ কেজি	--
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম	--	--	১০০ গ্রাম
টি এস পি	৯০ গ্রাম	--	৯০ গ্রাম	--
এম ও পি	৭৫ গ্রাম	--	৪০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ক) সার উপরি প্রয়োগের পর জমির শুষ্কতার উপর নির্ভর করে অবশ্যই প্রয়োজন অনূসারে জমিতে পানি সেচ দিতে হবে।

খ) গাছের অবস্থা বুঝে দরকার হলে এক/দুইবার উপরি প্রয়োগের সমপরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সর্তকতা : হাইব্রিড বরবটি চাষ করে সেখান থেকে কোনক্রমেই পরবর্তীতে বীজ রাখা যাবে না।

রফিক সীডস্ কর্তৃক বাজারজাতকৃত অন্যান্য হাইব্রিড সব্জির জাত সমূহ

রফিক সীডস্ কর্তৃক বাজারজাতকৃত অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল সব্জির জাত সমূহ
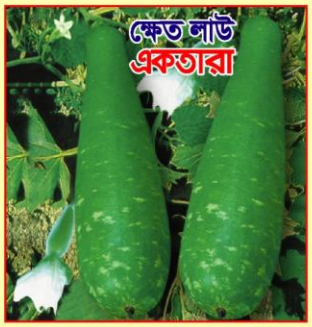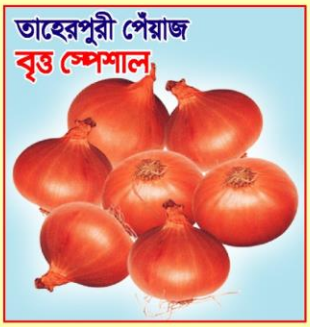
রফিক সীডস্ কর্তৃক বাজারজাতকৃত অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল সব্জির জাত সমূহ